বিদায় নিলেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম

শ্রদ্ধা, প্রশংসা ও সহকর্মীর অশ্রুসিক্ত ভালোবাসায় বিদায় নিলেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম (বিপিএম-সেবা)।

মোঃ জাহিদুল ইসলাম ২০১৯ সালের ৯ সেপ্টেম্বর পুলিশ সুপার হিসেবে চুয়াডাঙ্গায় দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। চুয়াডাঙ্গা জেলায় যোগদান করেই তাঁর কর্মগুনে আলো ছড়িয়ে তিনি জয় করেছেন চুয়াডাঙ্গা জেলাবাসীর মন। তাইতো বিদায় বেলায় ভাসলেন শ্রদ্ধা, প্রশংসা, আবেগ ও ভালোবাসায়, সিক্ত হলেন সহকর্মীদের ফুলেল শুভেচ্ছায়।

মোঃ জাহিদুল ইসলাম, বিপিএম-সেবা চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার হিসেবে দায়িত্বপালনকালে জেলাবাসীর জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিতে তিনি কাজ করেছেন একাগ্রচিত্তে।

পুলিশি সেবা সাধারণ মানুষের দৌড়গোড়ায় পৌঁছে দিতে নিয়েছিলেন বিট পুলিশিংসহ নানামুখী উদ্যোগ। তার সময়ে অনলাইনে নাগরিক সেবা,সিটিজেন ইনফরমেশন রিপোর্ট (ঈওগঝ) এ সর্বমোট ৩,৬৬,৭৭৩ জন বাড়ির মালিক ও ভাড়াটিয়ার পুর্ণাঙ্গ তথ্য হালনাগাদকরণ,পজ মেশিনের মাধ্যমে ই-ট্রাফিক ব্যবস্থা, অনলাইনে আবেদনের মাধ্যমে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট প্রদান, অনলাইন জিডির প্রচলন, গঠিত উইমেন সাপোর্ট সেল ও সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল। যার সুফল পাচ্ছে চুয়াডাঙ্গাবাসী।

চুয়াডাঙ্গা জেলাকে মাদক ও চোরাচালান মুক্ত করার লক্ষে বিভিন্ন ধরণের প্রশংসনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ফলশ্রুতিতে বহুসংখ্যক মাদক ব্যবসায়ী মাদক ছেড়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে।

পুলিশ সুপার দ্বায়িত্ব পালনকালে অত্র জেলায় মোট মামলা ৩৭৫৪ টি অত্র মামলায় গ্রেফতার ৪০০৩ জন এছাড়াও মামলা নিস্পত্তি ৩৯৫৬ টি,মোট ওয়ারেন্ট প্রাপ্তি ৯৪৩৫ টি, মোট ওয়ারেন্ট নিস্পত্তি ১০৪৫৮ টি,এছাড়াও ১২০৮ টি মাদক ও চোরাচালান মামলায় গ্রেফতার হয় মোট-১৬৪৮ জন আসামী।

তাদের হেফাজত থেকে উদ্ধার করা হয় ট্যাপেন্টা ট্যাবলেট ৫,৪৭৪ পিস, দেশী মদ ১৬ বোতল ১৪০ লিটার ৫০০ গ্রাম, ভারতীয় মদ ০৯ বোতল, ১১

লিটার, চোলাইমদ ০৯ বোতল, এ্যালকোহল-২৩ বোতল, ০১ লিটার, বেঙ্গল টাইগার মদ-২৪ বোতল, তাড়ী-১২০ লিটার, গাঁজার গাছ-৭৫টি, ফেন্সিডিল-২৪,৬৯৬ বোতল, তরল ফেন্সিডিল-০৫ লিটার, ইনজেকশন-৯১৫ পিচ, হেরোইন-৩২পুরিয়া, ইয়াবা ট্যাবলেট-৭,৬৫৭ পিচ, গাঁজা-৪২২কেজি ৫৫৯ গ্রাম, যাহার সর্বমোট মূল্য অনুমান-৩,৪৫,১৩০,৩৯০টাকা।

অবৈধ্য অস্ত্রগুলি উদ্ধার অভিযানে ২০টি মামলায় গ্রেফতার হয় মোট ২৬জন আসামী। তাদের হেফাজত থেকে উদ্ধার করা হয় ওয়ান শুটারগান-০৬টি, নাইন এমএম বিদেশী পিস্তল-০৩টি, ককটেল-০২টি, হাতবোমা-০৩টি, লোহার ছুরি-০১টি, রামদা-০৩টি, চাপাতি-০৫টি, খেলনা পিস্তল-০১টি, . ২২ বোর রাইফেল-০১টি, কাঠের হাতল তৈরী ছুরি-০৭টি, তলোয়ার-০১টি, হাসুয়া-০১টি, লোহার দা-০১টি ও পরিত্যাক্ত থ্রি নট থ্রি রাইফেল-০১টি, ম্যাগজিন-০২টি, ওয়ান শুটারগানের গুলি-০৬রাউন্ড, পিস্তলের কার্তুজ-৪৭রাউন্ড, থ্রি নট থ্রি রাইফেলের কার্তুজ-৬৬রাউন্ড,.২২ বোর রাইফেলের কার্তুজ-১৩৪রাউন্ড।

এছাড়াও তিনি বাংলাদেশ পুলিশ পেশাগত দ্বায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকার সামাজিক, মানবিক ও উৎসাহমূলক কার্যক্রমে ভূমিকা রেখেছেন।বিশ্বব্যাপি মহামারী করোনাকালীন সময়ে ৮,২০৫জন অসহায়,দুস্থ্য,কর্মহীন মানুষের বাড়ি বাড়ি খাদ্য ও ঔষধ সামগ্রী পৌছানো,শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতারণ।

এতিম,পথশিশু,অনাথ ও প্রতিবন্ধী শিশুদের ঈদ সালামী ও নতুন জামা উপহার,প্রতিবন্ধীকে হুইল চেয়ার প্রদান,খাদ্য সামগ্রী উপহার,কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলেই পৌছে যাবে পুরস্কার (উন্নতমানের বেবি সেট, ফুল ও মিষ্টি) পেয়েছে ৮০৯টি পরিবার,৩৮৪টি ভাঙ্গা সংসার জোড়া,মোবাইল উদ্ধার,বিকাশ/নগদ এর টাকা উদ্ধার পূর্বক প্রকৃত মালিকের নিকট হস্তান্তর,সাইবার বুলিং এর শিকার নারী ও শিশুকে সহায়তা প্রদান,এচঅ-৫ প্রাপ্ত ঔঝঈ কৃতি ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা প্রদান, মহামারী করোনাকালে বিঘ্নিত স্কুল পুলিশিং কার্যক্রম,খাদ্য যাবে বাড়ি, মাদক ও জঙ্গীবাদ বিরোধী মহাসমাবেশ, ইভটিজিং, কিশোরগ্যাং, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধসহ সামাজিক, মানবিক ও উৎসাহমূলক কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

ইতোমধ্যে তিনি চুয়াডাঙ্গা জেলাবাসীর নিকট পেয়েছে মানবিক পুলিশ সুপারের স্বীকৃতি। তিনি চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার হিসাবে বার বার চুয়াডাঙ্গা শ্রেষ্ঠ জেলা এবং শ্রেষ্ঠ পুলিশ সুপার এর পদক রেঞ্জ ডিআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ, খুলনা রেঞ্জ এর নিকট থেকে গ্রহণ করেন।

তিনি পুলিশ সপ্তাহ ২০২১ সালে গুরুত্বপূর্ণ মামলার রহস্য উদঘাটন, অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, দক্ষতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, সততা ও শৃঙ্খলামূলক আচারণের মাধ্যমে প্রশংসনীয় অবদানের জন্য বাংলাদেশ পুলিশের সর্বোচ্চ পদক বাংলাদেশ পুলিশ পদক (বিপিএম-সেবা) পদকে ভূষিত হন।

বদলিজনিত বিদায়ে সহকর্মীদের ভালোবাসায় সিক্ত হন বিদায়ী অতিথি। জেলা পুলিশের সকল পর্যায়ের পুলিশ সদস্যদের বক্তব্যে কর্মময় জীবনে বিদায়ী অতিথি একজন সৎ, মেধাবী, প্রতিশ্রুতিশীল আগুয়ান, চৌকস, পরিশ্রমী, দক্ষ, গুণী ও মানবিক গুণাবলী সম্পন্ন পেশাদার পুলিশ সুপার হিসেবে আলোচিত হন। সহকর্মীরা বিদায়ী অতিথির পেশাগত ও ব্যক্তিগত জীবনের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করেন।

চুয়াডাঙ্গায় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ডিজিটাল সার্টিফিকেট ও স্মার্ট আইডি কার্ড বিতরন

চুয়াডাঙ্গায় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ডিজিটাল সার্টিফিকেট ও স্মার্ট আইডি কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। এ উপলক্ষে শনিবার সকাল সাড়ে ১০টায় জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা ও মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে ডিজিটাল সার্টিফিকেট ও স্মার্ট আইডি কার্ড তুলে দেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটন। অনুষ্ঠানে জেলার ১০৩ জন বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ডিজিটাল সার্টিফিকেট ও স্মার্ট আইডি কার্ড বিতরণ করা হয়।

এছাড়া মারা যাওয়া ১৫৭ জন মুক্তিযোদ্ধার পরিবারের সদস্যদের হাতে শুধুমাত্র ডিজিটাল সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন বলেন, অনেক দেরিতে হলেও আমরা ডিজিটাল সার্টিফিকেট ও স্মার্ট আইডি কার্ড হাতে পেলাম। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আছে বলেই এটা সম্ভব হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গার তিতুদহে মাদরাসার একাডেমি ভবনের উদ্বোধন করলেন এমপি টগর

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার তিতুদহ ইউনিয়নের ৬২নং আড়িয়া দাখিল মাদরাসার একাডেমী ভবন আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করা হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২ টার দিকে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি থেকে এ ভবন উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য ও জেলা আ.লীগের সহ-সভাপতি হাজী মোঃ আলী আজগার টগর।

মাদরাসার সভাপতি আব্দুল রাজ্জেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ভবণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এমপি টগর বলেন, বর্তমান সরকার উন্নয়নের সরকার। এ সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে শিক্ষা, রাস্তা-ঘাট সহ সার্বিক ব্যবস্থা আজ উন্নতির দিকে।

কিন্তু বিএনপির নেতাকর্মীরা সরকারের ধারাবাহিক উন্নয়ন দেখে চক্ষুসুল হয়ে দেশে অরাজকতার ষড়যন্ত্র করার পায়তারা করছে। তারা যতই ষড়যন্ত্র করুক না কেন কোন লাভ হবেনা। দেশের মানুষ বুঝে গেছে দেশ ও জাতীর উন্নয়নে আ’লীগ সরকারের বিকল্প নেই।

বিশেষ অতিথি থেকে বক্তব্য রাখেন, দামুড়হুদা উপজেলা চেয়ারম্যান ও দর্শনা পৌর আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক আলী মুনসুর বাবু, দর্শনা থানার অফিসার্স ইনচার্জ এ,এইস,এম লুৎফুল কবীর, গড়াইটুপি ইউপি চেয়ারম্যান শফিকুর রহমান, আ.লীগ নেতা মিজানুর রহমান টিপু,

দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগ সভাপতি আব্দুল হান্নান ছোট। এসময় উপস্থিত ছিলেন, মাদরাসার সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীসহ এলাকার জনসাধারণ।

চুয়াডাঙ্গায় গাছ থেকে পড়ে শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গায় গাছ কাটতে যেয়ে পা পিছলে পড়ে সেলিম হোসেন (৪৫) নামের এক গাছ কাটা শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। সেলিম হোসেন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার পদ্মবিলা ইউনিয়নের হায়দারপুর গ্রামের বাসিন্দা।

গতকাল সোমবার বেলা ৩টার সময় চুয়াডাঙ্গা রেল বাজার অদূরে রাস্তার উপর অবস্থিত পুরাতন গাছ কাটতে যেয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে। জানা যায়, সেলিম হোসেন গাছ কাটার শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন।

প্রতিদিনের ন্যায় চুয়াডাঙ্গা রেল বাজারের রাস্তার উপর অবস্থিত পুরাতন গাছ কাটতে যান তিনি এ সময় গাছের ডাল কাটতে যেয়ে ৪০ ফিট উচ্চতা থেকে পা পিছলে অসাবধানতাবশত তিনি গাছ থেকে রাস্তার ওপর পড়ে গুরুতর আহত হন।

এ অবস্থায় অন্য গাছ কাটা শ্রমিক ও স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে দায়িত্বরত চিকিৎসক তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করে রাজশাহী মেডিকেলে রেফার্ড করেন। আজ মঙ্গলবার রাজশাহী মেডিকেলে বেলা সকাল ১০ টার সময় মৃত্যু হয় তার।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গা সদরের শংকরচন্দ্র ইউনিয়নের মসজিদ পাড়া নিবাসী শান্তি রহমানের ৬ ছেলেমেয়ের মধ্যে বড় ছেলে সেলিম হোসেন (৪৫)। বর্তমানে সেলিম হোসেন চুয়াডাঙ্গা সদরের পদ্মবিলা ইউনিয়নের হায়দারপুর গ্রামে বসবাস করতেন।

হায়দাপুর গ্রামের আমান জানান, সেলিম হোসেনের তিন কন্যা সন্তান ও একটি পুত্র সন্তানের জনক। তিন কন্যা সন্তানের বিবাহিত হলেও

পুত্রসন্তান নবালক। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তি ছিলেন তিনি।

পরিবারের একমাএ উপার্জনকারি ব্যক্তিকে হারিয়ে দিশেহারা পরিবারের লোকজন। মঙ্গলবার রাত বারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা পদ্মবিলা ইউনিয়নের হায়দার পুর গ্রামের ঈদগাহ মাঠে তাকে জানাজা করিয়ে হায়দার পুর কেন্দ্রীয় কবরস্থান দাফন কার্য সম্পন্ন করা হয়।

চুয়াডাঙ্গায় আন্তজার্তিক যুব দিবস উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা

চুয়াডাঙ্গা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও ওয়েভ ফাউন্ডেশনের তত্ত্বাবধানে চুয়াডাঙ্গায় আন্তজার্তিক যুব দিবস উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার সাড়ে দশটার সময় চুয়াডাঙ্গা যুব উন্নয়ন ভবনের সম্মেলন কক্ষে চুয়াডাঙ্গা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মাসুদ আহমেদ এর সভাপতিত্বে উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান।

এ সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, যে কোনো দেশের যুব সমাজ সেই দেশের সবচেয়ে বড় শক্তি। গ্রেটা থানবার্গ থেকে শুরু করে মালালা ইউসুফজাই, এই যুব সমাজ বিশ্বজুড়ে জলবায়ু পরিবর্তন, মানবাধিকার লঙ্ঘন, এমনকি বর্তমান মহামারির মতো বিভিন্ন ঘটনায় পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। বিশ্বব্যাপী সামগ্রীক পরিবর্তন আনতে যুব সমাজের এই অবদানের জন্য প্রতি বছর এই দিনে আন্তর্জাতিক যুব দিবস পালিত হয়।

এ সময় তিনি আরও বলেন, এদেশের মুক্তি সংগ্রাম থেকে শুরু করে সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে এ দেশের যুবসমাজ। শুধু তাই নয় দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজকে আলোকিত করতে এই যুব সমাজের

ভূমিকা অবিস্মরণীয়। যুবসমাজ এদেশের ক্রান্তিকালে সব সময় নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করার মধ্য দিয়ে নিজেরা যেমন হয়েছেন ইতিহাসের উজ্জ্বল স্বাক্ষী, তেমনিভাবে তাদের এই আত্মত্যাগ পরবর্তী প্রজন্মের জন্য হয়ে আছে চির অনুসরণীয়। এসময় তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও ওয়েভ ফাউন্ডেশন কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

উক্ত আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে চুয়াডাঙ্গা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মাসুদ আহামেদ বলেন, কোনো দেশের উন্নয়ন করতে হলে সেই দেশের যুবকদের দক্ষ কর্মী বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। যুবকদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন সম্ভব। বর্তমান সংকটময় পরিস্থিতি সমাধান করতে যুবকদের গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করতে হবে।

চুয়াডাঙ্গা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও ওয়েভ ফাউন্ডেশনের আওতাধীন ব্রিটিশ কাউন্সিল এর লিড বাংলাদেশ প্রজেক্টের তত্বাবধানে চুয়াডাঙ্গায় এই আন্তজার্তিক যুব দিবস পালন করা হয়।লিড বাংলাদেশ প্রকল্প চুয়াডাঙ্গা ওয়েভ ফাউন্ডেশনের আওতাধীন যুব নেতৃত্ব বিকাশ ও নতুন যুব উদ্যোক্তা তৈরিতে কাজ করে যাচ্ছে। লিড বাংলাদেশ প্রকল্পের মাধ্যমে ইতিমধ্যে চুয়াডাঙ্গা ৫০০ জন যুবদের লিডারশীপ বিষয়ক ট্রেনিং সম্পন্ন করেছে।বর্তমানে তারা যুব উদ্যোক্তা তৈরি নিয়ে কাজ করছে ।

উক্ত আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক জহির রায়হান, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলম, লিড বাংলাদেশ প্রোজেক্টের সমন্বয়কারী শরিফুল আলম লিটন, লিড বাংলাদেশ প্রকল্প অফিসার মাসুদুর রহমান সহ যুব উন্নয়নের বিভিন্ন ট্রেডের শিক্ষক কর্মচারী বৃন্দ ওয়েভ ফাউন্ডেশন এর যুব উদ্যোক্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গায় বায়ার ক্রপ

সায়েন্স বাংলাদেশ লিঃমিঃ নামে ২ কোটি টাকার মামলা

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনার মেসার্স কামাল উদ্দিন আহমেদ জার্মানী কোম্পানি বায়ার ক্রপ সায়েন্স এর নামে প্রতারণা ও টাকা আত্মসাতের অভিযোগ তুলে মামলা করেছে।

চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে এই মামলা দায়ের করেন দর্শনার পরিবেশক মোঃ কামাল উদ্দিন সান্টু।

সোমবার দুপুরে ঈজ ১৫৪/২২ মামলায় বায়ার ক্রপ সায়েন্স বাংলাদেশ লিমিটেডের ব্যাবস্থাপনা পরিচালক মোঃ জাহিদুল ইসলাম, সিড ম্যানেজার বিধান চন্দ্র পাল, রিজিওনাল ম্যানেজার মোঃ শামসুল ইসলাম বিজ্ঞ আদালতে জামিন নিয়েছেন।

মামলা সুত্রে জানা যায় ২০০৫ সালে দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা পৌরসভার প্রতিষ্ঠিত কীটনাশক ব্যবসায়ী মেসার্স কামাল উদ্দিন আহমেদের সাথে জার্মানি কোম্পানি বায়ার ক্রপ সায়েন্স বাংলাদেশ লিমিটেডের সাথে ব্যবসায়ী চুক্তিবদ্ধ হয়।

বায়ার ক্রপ সায়েন্স বাংলাদেশ লিমিটেড তার সাথে দীর্ঘ ১৫ বছর ব্যবসা করে। এর মধ্যে কোম্পানি কাছে নির্ধারিত পাওনা কমিশন বাবদ ৫৫ লক্ষ টাকা ব্যবসায়ী কামাল উদ্দিন আহমেদ সান্টুকে টাকা না দিয়ে বিভিন্ন অজুহাতে ঘুরাতে থাকে।

২০২০ সালে করোনা আক্রান্ত হয়ে কামাল উদ্দিন আহমেদ সান্টু লাইফ সাপটে ৪০ দিন জীবনের সাথে যুদ্ধ করে বেচে আসলে, পরবর্তিতে কোম্পানি অন্য জায়গায় পরিবেশক নিয়োগ দেন।

কোম্পানির কাছে বার বার তাহার পাওনা কমিশন ও তাদের অফিসারের নির্দেশে মাঠ কর্মির দ্বারা ৮% কম মুল্য বিক্রয় করে দেওয়ায় ক্ষতিসাধিত সহ ২ কোটি টাকা দাবি করে কোম্পানটির ব্যাবস্থাপনা পরিচালক মোঃ জাহিদুল ইসলাম সহ ৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে।

তেলের মূল্য বৃদ্ধিতে

চুয়াডাঙ্গায় ফিলিং স্টেশন

গুলোতে উপচে পড়া ভিড়

তেলের মূল্য বৃদ্ধিতে চুয়াডাঙ্গা ফিলিং স্টেশন গুলোতে উপচে পড়া ভিড় লক্ষ করা গেছে।
জ্বালানি তেলের দাম বাড়িয়েছে সরকার। বিশ্ববাজারের সঙ্গে সমন্বয় করে দেশের বাজারে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানো হয়েছে। (শুক্রবার) রাত ১২টা থেকে এটি কার্যকর হওয়ার কথা শুনে চুয়াডাঙ্গা তেল পাম্প গুলোতে ক্রেতাদের ভিড় বেড়েছে।
চুয়াডাঙ্গায় বিভিন্ন তেলপাম্প ঘুরে দেখা যায় ক্রেতারা আগের মূল্যে তেল ক্রয়ের জন্য বিভিন্ন পাম্পে অবস্থান করেছে।
এসময় ক্রেতারা জানায় সরকার ঘোষিত তেলের মূল্যবৃদ্ধি বারোটার পর থেকে কার্যকর হওয়ার কথা শুনে তারা বর্তমান মূল্য ক্রয়ের জন্য পাম্পে অবস্থান করেছে।এসময় ক্রেতারা তাদের নিজ যানবাহনের পাশাপাশি বোতল বালতি সরঞ্জাম এনে তেল ক্রয় করতে দেখা গেছে। পড়ুন ৬ আগষ্ট থেকে ডিজেল ও কেরোসিন ১১৪টাকা, অকটেন ১৩৫, পেট্রল ১৩০ টাকা লিটার
চুয়াডাঙ্গায় একাধিক তেলপাম ঘুরে লক্ষ করা যায় কিছু তেলপাম্প ব্যবসায়ীরা ইতিমধ্যে তেলের মূল্যবৃদ্ধির কথা শুনে তেলের পাম্প বন্ধ করে রেখেছে এবং সেইসাথে তেল না থাকার কথা জানিয়েছে।
নতুন দাম অনুযায়ী- প্রতি লিটার ডিজেল ৮০ টাকা থেকে ৩৪ টাকা বেড়ে ১১৪ টাকা, কেরোসিন ৩৪ টাকা বেড়ে ১১৪ টাকা, অকটেন ৪৬ টাকা বেড়ে ১৩৫ টাকা এবং পেট্রল ৪৪ টাকা বাড়িয়ে ১৩০ টাকা করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় পুলিশ সুপারের

কার্যালয় চত্বরে ফলজ

বৃক্ষরোপণের উদ্বোধন

বৃক্ষপ্রাণে প্রকৃতি-প্রতিবেশ, আগামী প্রজন্মের টেকসই বাংলাদেশ এই শ্লোগানকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গা’র পুলিশ সুপার জাহিদুল

ইসলাম, বিপিএম-সেবা এঁর উদ্যোগে শনিবার বেলা সাড়ে বারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপারের কার্যালয় চত্বরে পতিত জমিতে বিভিন্ন ধরণের ফলজ বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়।

এসময় চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মোঃ আবু তারেক বলেন, গাছ আমাদের অক্সিজেন দেয়। আমাদের বেঁচে থাকার সবচাইতে বড় উৎস। কারণ অক্সিজেন ছাড়া আমরা বাঁচতে পারিনা। গাছ লাগানের মাধ্যমে আমাদের চারদিক সবুজ হবে। তখন গাছগুলো শুধুমাত্র অক্সিজেনই দিবে না, আমাদেরকে ফুল, ফল এবং কাঠ দেয়।

আমাদের সব দিক দিয়েই গাছ উপকারে আসে। একটি গাছ কাটলে কমপক্ষে তিনটি গাছ লাগানোর আহবান জানিয়ে তিনি বলেন, পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষরোপণের কোনো বিকল্প নেই। তৃনমুল জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিকে আরো বেগবান করতে হবে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার পাশাপাশি দারিদ্র বিমোচনে বৃক্ষরোপণ জরুরী বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, ডিআইও-১ মারুফ হোসেন সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা বিশেষ শাখা ও জেলা গোয়েন্দা শাখার অফিসারগন।

চুয়াডাঙ্গায় দুই মোটরসাইকেলর মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত-৩ আহত ১

চুয়াডাঙ্গার জাফরপুরে দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন ৩জন। এ সময় আহত হয়েছেন আরও ১ জন।

৩০ জুলাই শনিবার দুপুর ১টার দিকে এ মর্মান্তিক দূর্ঘটনাটি ঘটে চুয়াডাঙ্গা জাফরপুর জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সামনে।

নিহতরা হলেন-চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার সিরাজুল ইসলামের ছেলে টুনু হোসেন আনন্দ (২৩), নুরনগর কলোনিপাড়ার কিতাব আলীর ছেলে মিঠু

(২৩) ও এভারেস্ট ফার্মাসিউটিক্যালসের রিপ্রেজেনটেটিভ সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ার মুক্তা হালদার (২৮)।

এ সময় দুটি মটরসাইকেল সংঘর্ষের ঘটনায় মটরসাইকেলের এক আরহী চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার রনি মিয়া (৩৫) আহত হয়। তাকে উদ্ধার করে নেওয়া হয় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের। সেখানে নেওয়া হলে তার অবস্থা আশঙ্খাজনক হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য কর্তব্যরত চিকিৎসক ঢাকায় রেফার্ড করেছে। আহত রনি মিয়াও এভারেস্ট ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানিতে কর্মরত রয়েছেন।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. শাপলা খাতুন বলেন, পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দু’জনকে মৃত ঘোষণা করা হয়েছে। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরো একজনের মৃত্যু হয়েছে। আহত রনিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় রেফার্ড করা হয়েছে। তার অবস্থাও আশঙ্কাজনক।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহবুব্বর রহমান। তিনি বলেন, জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সামনে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুইজন নিহতের খবর শুনেছি। আহতদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। পরিচয় শনাক্তে কাজ করছি।

ট্রেনে মিললেও মিলছেনা সড়ক পথে, ভোগান্তির শিকার ১০ জেলার মানুষ

দর্শনা সীমান্ত চেকপোষ্ট সড়ক পথে টুরিষ্ট ভিসাসহ বন্ধের আড়াই বছর পার হলেও খুলছে না দর্শনা আন্তজার্তিক চেকপোস্ট।
একই রুটে ট্রেনে মিললেও মিলছেনা সড়ক পথে। এতে করে ভোগান্তির শিকার হচ্ছে ১০ জেলার মানুষ।

অভিযোগ সুত্রে জানা যায়, বিশ্বে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯)

মহামারী করানো রুপ ধারন করলেও বাংলাদেশে ২০২০ সালের ২০ মার্চ দেখা দেয় করোনা। এরপর সরকারী নির্দেশনায় বন্ধ হয়ে যায় আন্তজার্তিক চেকপোষ্ট পথে রেল ও সড়ক পথ দিয়ে ভারত-বাংলাদেশ পাসপোর্টধারী যাত্রীদের যাতায়াত। কিন্তু সরকারী নির্দেশনার কারণে করোনা কালীন সময়ে ভারতে বাংলাদেশী নাগরিক আটকে পড়ে। পরবর্তীতে দু’দেশের সরকারী সিদ্ধান্তে ভারত-বাংলাদেশে আটকে পড়া যাত্রীদের ফেরত নেওয়া হয়। এরমধ্যে ভারতে আটকে পড়া বাংলাদেশী নাগরিকদের দর্শনা আন্তর্জাতিক সীমান্তে সড়ক পথে কয়েক দফায় নিজ দেশে ফেরার সুযোগ পান।

এদের সকলকে দর্শনা জয়নগর সীমান্তের চেকপোষ্টে স্বাস্থ্য বিভাগের স্থাপতি কোভিড পরিক্ষার ব্যাবস্থা করা হয়। এদের মধ্যে যিনারা কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাসে আক্রান্তদেরকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল সহ বিভিন্ন হোটেল ও আবাসিকে কোয়ারিন্টাইনে রাখা হয়। সে সমস্ত স্থানে থাকার পর সুস্থ করে বাড়ি ফেরেন।

পরবর্তীতে করোনা কিছুটা কম হলেও ভারতীয় হাই কমিশনের গাফলতির কারনে বন্ধ থাকে দর্শনা আন্তজার্তিক চেকপোষ্ট সড়ক পথে যাত্রী যাতায়াত।

কিন্তু একই সীমান্ত দিয়ে রেল পথে মৈত্রী ট্রেনে টুরিষ্ট ভিসার যাত্রীরা ভারত-বাংলাদেশ যাতায়াতের সুযোগ পেলেও দীর্ঘ আড়াই বছর ধরে বন্ধ রয়েছেদর্শনা আন্তর্জাতিক চেকপোষ্টের সড়ক পথ।

ফলে চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, পাবনা, রাজবাড়ী, মাগুরা ফরিদপুর, রাজশাহী সহ উত্তরাঞ্চলের বেশ কয়েটি জেলার মানুষ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

যে কারণে ক্যান্সারসহ দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত মানুষ চিকিৎসার প্রয়োজনে দর্শনা জয়নগর আন্তর্জাতিক চেকপোষ্ট হয়ে সীমান্ত পথে ভারত যেতে পারছে না।

দেশের সকল সীমান্ত পথে নতুন করে ভিসা চালু থাকলেও দর্শনা জয়নগর চেকপোষ্ট হয়ে ভারত ভ্রমণ ও চিকিৎসা সেবা সহ অন্যান্য প্রয়োজনে যাতায়াতে বাঁধা থাকায় অনেক পথ পাড়ি দিয়ে গন্তব্যে পৌছাতে ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে যাত্রী-সাধারনকে।

এতে করে একদিকে সময়ের অপচয় ও অপরদিকে অর্থের তছরুপ।

দর্শনা ইমিগ্রেশন সূত্রে জানাযায়, বৈশ্বিক মহামারি করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর কারণে ২০২০ সালের ২০ মার্চ দর্শনা আন্তর্জাতিক রেল বন্দরের মাধ্যমে ভারতীয় মালামাল আমদানি ও স্থলপথে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে সব ধরনের ভিসার পাসপোর্টধারী যাত্রীদের যাতায়াত স্থগিত করে ভারতীয় হাইকমিশন। কিছুদিন পর বাধ্যতামূলক ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে দর্শনা আন্তর্জাতিক রেলপথে মুখে মাস্ক পড়ে ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে মালামাল আমদানি শুরু হয়। ২০২১ সালের ১৭ মে থেকে ভারতে আটকা পড়া বাংলাদেশিদের দর্শনা আন্তর্জাতিক স্থলপথের মাধ্যমে দেশে ফেরত আনার একটি নির্দেশনা জারি করা হয়। একই বছরের সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে শুধু মেডিকেল ও বিজনেস ভিসায় দর্শনার জয়নগর থেকে ভারতের গেদে হয়ে পাসপোর্টধারী যাত্রীদের যাতায়াত করার অনুমতি দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২০২১ সালে ৫ ডিসেম্বর তাও বন্ধ করে দেয়া হয়।

সর্বশেষ গত ২৯ মে ঢাকা- কলকাতা মৈত্রী এক্সপ্রেস দর্শনা আন্তর্জাতিক রেল স্টেশন দিয়ে চলাচল শুরু হলেও অদ্যাবধি দর্শনা- গেদে স্থলপথে কোনো ভিসা চালু করা হয়নি। কুষ্টিয়া আড়ুয়া পাড়ার এক বয়স্ক মহিলা পাসপোর্টধারী যাত্রী দর্শনা চেকপোষ্টে দাঁড়িয়ে সাংবাদিকদের জানান, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, মাগুরা, মেহেরপুর, রাজবাড়ী, চুয়াডাঙ্গা, রাজশাহী সহ এ অঞ্চলের ৮/১০টি জেলার মানুষ বিভিন্ন ভিসায় দর্শনা-গেদে স্থলপথে যাতায়াত করতে না পেরে বাধ্য হয়ে যশোরের বেনাপোল ও হরিদাসপুর দিয়ে ভারত যেতে হচ্ছে। এতে তীব্র তাবদহের মধ্যে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে বিড়ম্বনার শিকার হতে হচ্ছে।

এসময় অনেক যাত্রী তীব্র তাবদহের কারণে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। এছাড়াও যাতায়াত খরচ গুণতে হচ্ছে দ্বিগুণ থেকে তিনগুণ। তিনি জানান, কুষ্টিয়া, মাগুরা, মেহেরপুর সহ আশপাশের জেলা থেকে দর্শনা চেকপোস্টে আসতে খরচ হয় মাত্র ৫০ থেকে ৮০ টাকা। আর দর্শনা থেকে ভারতের গেদে রেল স্টেশনে পায়ে হেটেই যাওয়া যায়। সে হিসেবে কুষ্টিয়া থেকে যশোরের ভাড়া একশ টাকা, যশোর থেকে বেনাপোলের ভাড়া ৫০ টাকা, বেনাপোল থেকে ভারতের বনগাঁও রেলস্টেশনে পৌঁছাতে জন প্রতি খরচ দেড়শ’ টাকা । দর্শনা ইমিগ্রেশন ইনচার্জ এস,আই আবু নাঈম জানান, ভারতীয় নাগরিকরা যে কোনো ভিসায় গেদে হয়ে দর্শনা জয়নগর চেকপোস্ট দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করতে পারছে। তবে বাংলাদেশীদের এ পথে নতুন করে কোনো ভিসা দেয়া হচ্ছে না।

দর্শনা সি,অ্যান্ড,এফ এসোসিয়েসনের সাধারণ সম্পাদক আতিয়ার রহমান

হাবু বলেন, দর্শনা-গেদে স্থলপথ দিয়ে ভিসা চালু করা হলে সরকার যেমন হাজার হাজার টাকা রাজস্ব পাবে। সেই সঙ্গে বেনাপোল স্থলবন্দরের ওপর যাত্রীর চাপ কমার পাশাপাশি ভোগান্তির হতে রেহায় পাবে। তাছাড়া দর্শনা থেকে কলকাতার দূরত্ব মাত্র ১১৮ কিলোমিটার।

দর্শনা কাস্টমসের এক কর্মকর্তা জানান, কোভিডের আগে এ পথে প্রতিদিন প্রায় দেড়-দুই হাজারের ওপরে পাসপোর্টধারী যাত্রী যাতায়াত করতো। কিন্তু ভিসা চালু হলে আগের মতো পাসপোর্ট যাত্রী যাতায়াত করবে বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ চেকপোস্টে একজন যাত্রীর জন্যও কাস্টমস, ইমিগ্রেশন ও বিজিবি ফুলটাইম কাজ করে। ভালো সেবার কারণে সড়ক পথে দর্শনা আন্তজার্তিক চেকপোস্টের দিকে তাকিয়ে আছে চুয়াডাঙ্গা জেলা সহ ১০ জেলার মানুষ।